রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ২৯, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সিএ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ জানুয়ারি ২০২০/৬ মাঘ ১৪২৬

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনির্ধারিত রুটে ফ্লাইট পরিচালনার নীতিমালা- ২০২০

নং ৩০.০০.০০০০.০১৪.০৮.০০১.২০১৯-৬৫—বাংলাদেশের আকাশসীমায় হেলিকপ্টার চলাচল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ও রোগী পরিবহণের মত জরুরী প্রয়োজনে হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও, অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে দ্রুত চলাচলের বাহন হিসেবে হেলিকপ্টারের চাহিদা যেভাবে বেড়ে চলছে এতে করে অদূর ভবিষ্যতে হেলিকপ্টারে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার লাভ করবে। একইসাথে এ বাহনের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে নিরাপত্তার বিঘ্ন ও বেআইনী দ্রব্যাদি পরিবহণের আশংকাও রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র ও জনকল্যাণ, রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ড যথাসময়ে প্রতিরোধ ও বেআইনী মালামাল পরিবহণ প্রতিরোধকল্পে **‘বাংলাদেশী মালিকানাধীন বিমান সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অননুমোদিত রুটে ফ্লাইট পরিচালনার নীতিমালা-২০০১’** সংশোধন করে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন। এই লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :

এ নীতিমালা **“ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনির্ধারিত রুটে ফ্লাইট পরিচালনার নীতিমালা- ২০২০”** নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞা:**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়—

(ক) "**অনির্ধারিত** রুট" অর্থ **Aeronautical Information Publication, Bangladesh (AIP-Bangladesh)**-এ অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের আকাশসীমার মধ্যে সুনির্দিষ্ট আনুভূমিক ও উল্লম্ব সীমার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক **Air Traffic Services (ATS)** রুটসমূহ ব্যতীত অন্যান্য রুট;

(খ) "এয়ার অপারেটর" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি বা সংস্থা যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা বিধিমোতাবেক নিজের মাধ্যমে বা অন্য কোন ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক বিমান পরিবহণ ও পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত;

(গ) **"Air Operator's Certificate (AOC)"** অর্থ এয়ার অপারেটর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশী এয়ার অপারেটরের অনুকূলে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ;

(ঘ) "এয়ারক্র্যাফট" অর্থ কোন যন্ত্র যা বাতাসের প্রতিঘাত (ভূ-পৃষ্ঠের বিপরীতে নয়) দ্বারা বায়ুমন্ডলে ভর করে ভাসতে পারে;

(ঙ) "কর্পোরেট ফ্লাইট" অর্থ কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব এয়ারক্র্যাফট দ্বারা পরিচালিত ফ্লাইট , যা শুধুমাত্র উক্ত সংস্থার ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সংস্থার নিজস্ব বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হয়; এবং

(চ) "বেবিচক" অর্থ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৭ এর সঞ্জায়িত বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ;

৩। **নীতিমালার প্রয়োগযোগ্যতা:**

(ক) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অননুমোদিত রুটে পরিচালিত সকল ফ্লাইটের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে;

(খ) কোন সচল বিমানবন্দর/ হেলিপোর্ট হতে সরাসরি আরেকটি সচল বিমানবন্দর/ হেলিপোর্টের মধ্যে পরিচালিত ফ্লাইটের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে না।

৪। **অনির্ধারিত রুটে ফ্লাইট পরিচালনার আবেদন দাখিলের সাধারণ শর্তাবলী:**

(ক) বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর নিকট হতে Air Operator's Certificate (AOC) প্রাপ্ত অথবা অনুরূপ অনুমতিপ্রাপ্ত কোন এয়ার অপারেটর দেশের অভ্যন্তরে কোন অননুমোদিত রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করতে চাইলে মূল আবেদনপত্র ফ্লাইট পরিচালনার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে বেবিচক-

এর নিকট দাখিল করতে হবে। বেবিচক-এর নির্ধারিত ছক মোতাবেক আবেদনপত্রে কমপক্ষে নিম্নোক্ত তথ্যাদি অবশ্যই থাকতে হবে:

(১) ফ্লাইটের প্রস্তাবিত সময়সূচি;

(২) প্রস্তাবিত রুটসহ অবতরণস্থলের নামসহ সঠিক ভৌগোলিক স্থানাংক;

(৩) এয়ারক্রাফট ভাড়া গ্রহণকারী সংস্থা অথবা ব্যাক্তির বিবরণ;

(৪) যাত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা সরকারি সংস্থা প্রদত্ত পরিচয়পত্রের কপিসহ (অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে জন্ম সনদের কপি) বিস্তারিত বিবরণ। যাত্রী বিদেশী হলে সংশ্লিষ্ট দেশের নাম ও পাসপোর্ট নম্বর, ভিসার ফটোকপি (মেয়াদসহ) এবং বর্তমান ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(৫) ভ্রমণের উদ্দেশ্য;

(৬) বহনকৃত মালামালের বিস্তারিত বিবরণ ও ঘোষণা; ও

(৭) রাত্রিকালীন অবস্থানের ক্ষেত্রে আবাসস্থলের অবস্থানের কারণ সংক্রান্ত তথ্য।

(খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বাংলাদেশের আকাশসীমার সংরক্ষিত কোন এলাকার এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি/ বেসরকারি এলাকা/ স্থাপনা অথবা সীমান্ত এলাকার ছবি ধারণ অথবা প্রচার করা যাবে না;

(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ও যাত্রীর ঘোষণা ব্যতিরেকে কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা যাবে না। এছাড়া সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত কোন দ্রব্যাদিও বহন করা যাবে না;

৫। অনাপত্তিপত্র গ্রহণ:

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদনপত্রে অনুমোদন প্রদান করে অনুমোদনের অনুলিপি নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহে প্রেরণ করবে। কোন সংস্থার এ বিষয়ে আপত্তি থাকলে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় তাদের অনাপত্তি রয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে।

(ক) আকাশ প্রতিরক্ষা পরিদপ্তর;

(খ) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর;

(গ) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা;

(ঘ) বিমান গোয়েন্দা পরিদপ্তর;

(ঙ) পুলিশের বিশেষ শাখা/স্পেশাল ব্রাঞ্চ;

(চ) পুলিশ সদর দপ্তর;

(ছ) র‌্যাব সদর দপ্তর;

(জ) বর্ডার গার্ড সদর দপ্তর (বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানার ০৫ কিলোমিটারের মধ্যে অপারেশন পরিচালিত হলে)।

৬। **Emergency Medical Evacuation এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিধান:**

অনির্ধারিত রুটে প্রস্তাবিত ফ্লাইট যদি Emergency Medical Evacuation অথবা অনুরূপ জরুরী উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সরাসরি সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটের অনুমোদন প্রদান করে অনুমোদনের কপি অনুচ্ছেদ-৫ বর্ণিত সংস্থাসমূহকে প্রেরণ করবে।

৭। **নির্দিষ্ট রুটে চলাচলকারী কর্পোরেট যাত্রীদের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিধান:**

(ক) কোন সুনির্দিষ্ট রুটে (শিল্প এলাকা, ইপিজেড ইত্যাদি) নিয়মিত চলাচলকারী কর্পোরেট ফ্লাইটের ক্ষেত্রে, যাতে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ ভ্রমণ করবেন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সরাসরি সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটের অনুমোদন প্রদান করে অনুমোদনের কপি অনুচ্ছেদ-৫ এ বর্ণিত সংস্থাসমূহকে প্রেরণ করবে। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা অনাপত্তি প্রাপ্তি সাপেক্ষে একসংগে একাধিক ফ্লাইটের অনুমোদন প্রদান করা যাবে। এ ধরণের ফ্লাইটের জন্য বছরে অন্ততঃপক্ষে একবার ভ্রমণকারী কর্মকর্তাদের তালিকাসহ উড্ডয়ন ও অবতরণস্থলের বিষয়ে নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহের নিরাপত্তা অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে :

(অ) সামরিক গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর;

(আ) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা;

(ই) বিমান গোয়েন্দা পরিদপ্তর; ও

(ঈ) পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ।

(খ) প্রতিবার আবেদনের সংগে অবতরণস্থল ও উড্ডয়নস্থলের মালিক/ নিয়ন্ত্রণাকারী কর্তৃপক্ষের একটি লিখিত ঘোষণা সংযুক্ত করতে হবে, যাতে উক্ত স্থান হতে হেলিকপ্টার উড্ডয়ন/ অবতরণে তাদের কোন আপত্তি নেই এবং নিরাপত্তা তল্লাসী ও বেআইনী দ্রব্য বহন প্রতিরোধকল্পে সকল কার্যক্রম তাদের দ্বারা গৃহীত হবে মর্মে উল্লেখ থাকবে।

৮। **গুরুত্বপূর্ণ স্থান/ স্থাপনায় অবতরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি:**

(ক) বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সামরিক স্থাপনা ও বিমানবন্দর/ অবতরণভূমি ব্যবহার করতে হলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে বেসামিরক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(খ) সামরিক স্থাপনা ব্যতীত সরকারি যেকোন স্থাপনা, সরকার ঘোষিত কেপিআই বা যেকোন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং যেকোন সংস্থা/ ব্যক্তির স্থাপনায় অবতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থাপনার মালিক/ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকতে হবে।

৯। **বিদেশী এয়ার অপারেটর কর্তৃক অনুনমোদিত রুটে ফ্লাইট পরিচালনা:**

বিদেশী কোন **এয়ার অপারেটর** (বাংলাদেশী AOC প্রাপ্ত নয়) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অননুমোদিত রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করতে চাইলে বেসামিরক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিকট অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী আবেদন করতে হবে এবং নিম্নোক্ত সংস্থা সমূহের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফ্লাইটের অনুমোদন প্রদান করতঃ অনুচ্ছেদ-৫ এ বর্ণিত সংস্থাসমূহকে অনুমোদনের অনুলিপি প্রেরণ করতে হবে:

(ক) আকাশ প্রতিরক্ষা পরিদপ্তর;

(খ) সামরিক গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর;

(গ) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা;

(ঘ) বিমান গোয়েন্দা পরিদপ্তর; ;

(ঙ) পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ;

(চ) বাংলাদেশ পুলিশ ;

(ছ) র‌্যাব ; ও

(জ) সংশ্লিষ্ট দূতাবাস।

১০। **নিরাপত্তার বিধানাবলী:**

ক) কোন বিমানবন্দর হতে গমনাগমনের ক্ষেত্রে উড্ডয়নের পূর্বে এবং অবতরণের পর বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী টার্মিনাল ভবন অথবা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন স্থান হতে বেবিচক-এর প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ফ্লাইটের যাত্রী ক্রু ও বহনকৃত মালামাল/ কার্গোর নিরাপত্তা তল্লাসী (Security Screening) সম্পন্ন করতে হবে।

খ) বিমানবন্দর ব্যতীত অন্যকোন স্থানে অবতরণ ও উড্ডয়নকালে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং আগমন ও প্রস্থানকালে পুলিশ ফোর্সের তত্ত্বাবধানে যাত্রী ও বহনকৃত মালামালের সাধারণ নিরাপত্তা তল্লাসী (Security Screening) নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশ সদর দপ্তর বিষয়টির সমন্বয় করবে।

গ) একমাত্র জরুরী পরিস্থিতি ব্যতীত অননুমোদিত স্থানে ফ্লাইট অবতরণ করানো যাবে না। জরুরী পরিস্থিতিতে অবতরণের সংগে সংগে নিকটবর্তী এয়ারট্রাফিক কন্ট্রোল ইউনিটকে এবং স্থানীয় পুলিশ-কে অবহিত করতে হবে। এ ধরণের জরুরী অবতরণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে এ বিষয়ে বেবিচক-এর সদর দপ্তরে লিখিতভাবে বিস্তারিতভাবে অবগত করতে হবে।

ঘ) অননুমোদিত রুটে চলাচলকারী সকল এয়ারক্রাফট্-এর গতিপথ বেবিচক কর্তৃক মনিটরিং-এর উদ্দেশ্যে বেবিচক-এর অনুমোদিত ট্র্যাকিং ডিভাইস সংযোজিত থাকতে হবে।

ঙ) ফ্লাইট সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি দ্রুত আদান-প্রদানের জন্য অনুচ্ছেদ-৫ এ তালিকাভুক্ত ও সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা এবং বেবিচক কর্তৃক ই-মেইল অথবা অন্য কোন ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহৃত হবে। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা তাহাদের ই-মেইল অথবা অন্য কোন ডিজিটাল মাধ্যম এবং সরাসরি যোগাযোগের সুবিধার্থে নির্ধারিত ইউনিট/ ব্যক্তির টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর বেবিচককে অবহিত রাখতে হবে।

(চ) বিমানবন্দর ব্যতীত অন্য কোন স্থানে অবতরণ ও উড্ডয়নকালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করতে হবে।

১১। **নীতিমালা ভংগের ক্ষেত্রে শাস্তি:**

অত্র নীতিমালার শর্তাদি ভংগ করে কোন ফ্লাইট পরিচালনা করা হলে সরকারি নিরাপত্তা/ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/ গোয়েন্দা সংস্থা/ বেবিচক উক্ত এয়ারক্র্যাফট ও দোষী ব্যক্তিগণকে আটক ও ফ্লাইট বাতিল করতে পারবে । এ বিষয়ে বেবিচক-এর সংশ্লিষ্ট আইন ও দেশের প্রচলিত প্রযোজ্য আইনে শাস্তি প্রদান করা যাবে।

১২। **বিশেষ বিবেচনামূলক ক্ষমতা:**

এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন, জননিরাপত্তার স্বার্থে অথবা অন্য যেকোন জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অথবা অন্যান্য যে কোন কারণে যেকোন সময়ে যেকোন ফ্লাইট পরিচালনার অনুমোদন অথবা এর যেকোন কার্যক্রম স্থগিত/ সম্পূর্ণ বন্ধ/ বাতিল করার ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে।

১৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত :**

এ নীতিমালা দ্বারা ২০০১ সালে জারিকৃত বাংলাদেশী মালিকানাধীন বিমান সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অননুমোদিত রুটে ফ্লাইট পরিচালনার নীতিমালা রহিত করা হলো। তবে এরূপ রহিতকরণ সত্বেও পূর্ববর্তী নীতিমালা দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রম অত্র নীতিমালার আওতায় করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

১৪। **কার্যকারিতা:**

এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং অননুমোদিত রুটে ফ্লাইট পরিচালনাকারী সকল এয়ার অপারেটরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

মোঃ মহিবুল হক
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd